কমলা টকীজ

18-2-37

বাংলার চির-স্নিগ্ধ চির-শ্যামল পল্লী। ভোরের আলোয় আঁখি মেলে পল্লীশ্রী—গান ভেসে আসে—

"আকাশে নিভিয়া গেল লক্ষ তারার দীপ
উদিল কণক রবি, উষার ললাটে যেন সিন্দুরের টিপ
নূতন ধানের স্বপ্ন চোখে
চাষা চলে মাঠের পানে
হাঁস উড়ে যায় কোন বিদেশে
এই না দেশের গুণের কথা
কয়ে যায় সে গানে গানে
কাজলা দীঘি আছে হেথায়
ফটিক্ সমান জল
এই না জলের মনের ব্যথা
হয়েছে কমল
এই গেরামের নদীর ধারে, লতা পাতার ঘরে
আছে আমার পরাণ বঁধু
সে যে রে ভাই বনের হরিণ
বাঁধবো তারে কেমন করে"।

বিধু আঘাত পেল! কিন্তু এ যেন বিধু আঘাত পেল না—আঘাত পেল—প্রকৃতির সেই চিরন্তন, সহজ সরলতা; ঐশ্বর্য্যের দম্ভে দাম্ভিক কৃত্রিম জগৎ যেন জানাল—সে দ্বিজেশকে শীঘ্রই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। বিধু চেষ্টা করে দ্বিজেশের সুমুখ থেকে দূরে দূরে থাকতে।

আর দ্বিজেশ! রাণীমার পোষ্য-পুত্র সে—রাজবাড়ীর একটী খাসবাবু। বিয়ে করতে তাকে হবেই—রাণীমার ইচ্ছা সে বিয়ে করে।

রাণীমা

—দ্বিজেশ বিয়ে করল।—

বাংলার পল্লীবালা বিধুও অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে—মুখে হাসি ফুটিয়ে অন্তরের বঁধুকে এনে ফুলসাজে সাজানো শয্যায় নববধুর সাথে মিলিয়ে দিয়ে গেল।

ধীরে বিধু বেরিয়ে গেল।

ধীরে বেরিয়ে এসে সে দাঁড়াল—আঁধার-ঘেরা বারান্দার শেষ প্রান্তে—বাইরে দিকে চেয়ে।

সাহানায় বাজ্‌ছিল সানাই।

এ সুর যে তার "সব ছাড়ার" সুর। এই সুরকে এই নিরালা মুহূর্ত্তে—এই লগ্নে সে উপভোগ করতে চায়। সে সার্থক করতে চায় এই মুহূর্ত্তটীকে—নিজে চোখের জলে।

নববধূর অপ্রিয় আচরণে বিরক্ত দ্বিজেশ বাইরে এসে দেখে—বিধু কাঁদচে।

সাবিত্রীও দূর হতে দেখল—ঐ দূরে ঐ ছোটলোকের মেয়েটা কাঁদচে আর তার স্বামী তারই ইহকালের পরকালের দেবতা—সেই মেয়টারই পাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রীর কানে এল—

" কিরে বিধু—তুই কাঁদছিস্!—কেন রে?
" জানি না তো!

তখন রাত্রি গভীর।

দেওয়ানজী

আজ সাবিত্রী রাজ-কুলবধূ! রাজশক্তি তার পিছনে। সেই শক্তির দম্ভে সে ঘরছাড়া দেশছাড়া করালো—শুধু বিধুকে নয়—বিধু, বিপিন, পার্ব্বতী, —সকলকে।

কিন্তু সাবিত্রী ভুল করল। অবশ্য এ ভুল করার জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায়না। যে কোন নব-বিবাহিতা বধূর পক্ষে এ ধরণের ভুল করা স্বাভাবিক। যাকে সব চেয়ে আপন ভেবে নিজের সর্ব্বস্ব তার পায়ে সমর্পন করতে যাই—যদি সন্দেহ হয়, যদি বিশ্বাস হয় সে আমাকে সবচেয়ে আপন ভাবছে না—তবে কি অন্তর আহত হয় না ?

আপন-করার মন্ত্র সাবিত্রী জান্‌তো না।

আর দ্বিজেশ!—তার ইচ্ছা ছিল এই নবাগতা তরুণীকে সে ভালবাসে। তাকে আপন করে নেয়। কিন্তু তা পারলো না সে। কারণ যে তরুণী রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করার সাথে সাথেই সামান্য সন্দেহে একটা বহুপুরুষের আশ্রিতা নির্দ্দোষ মেয়েকে বিনা বিচারে বিনা সঙ্কোচে সপরিবারে দেশছাড়া করাতে পারে সে রাজশক্তির দম্ভে গড়া আর একটা পীড়ণাস্ত্র ছাড়া আর কি ?

দ্বিজেশ বুঝলে না তরুণীর ব্যথা কোথায়!

দ্বিজেশের পক্ষে সে দিন তা বুঝতে পারাও সম্ভব ছিল না।

তাই ক্ষমতা মদমত্তে গর্ব্বিত রাজপ্রাসাদ যখন তাকে অশান্ত ক্ষুব্দ করে তোলে তখন স্নিগ্ধ শান্তির আশায়—সে ঘুরে বেড়ায়—'বিধুহীন'—রাত্রির কোমলতায় ঘেরা পল্লীর নির্জ্জন পথে। তার অন্তর-বেদনার সুরই বুঝি সে শুন্‌তে পায়—তারই প্রজা—শ্রান্ত ক্লান্ত দরিদ্র সুধন্যার কণ্ঠে—

ওরে ক্ষ্যাপা মন - - - -

দ্বিজেশের ক্ষ্যাপা মন বুঝি অনেকটা শান্ত হয়—দরিদ্র চাষীর সহজ সরল অকৃত্রিম ব্যবহারে ও সহজ সরল গান শুনে।

কিন্তু রাজপ্রাসাদরূপী শোষণ যন্ত্রের কর্ম্মকর্ত্তা রাণীমা ও দেওয়ানজী তো চায় না—দ্বিজেশ দরদী হয়। তারা দ্বিজেশকে এনেছে—দ্বিজেশের সুখের জন্য নয়; রাজ্য-

শোষণ-যন্ত্রটা যাতে চালকের অভাবে কোনদিন বন্ধ না হয়—সেই জন্যে। তারা দ্বিজেশকে চায়নি—চেয়েছে একটা রাজপুত্র।

সেই জন্যই সুধন্যার উপর অত্যাচার করে রাণীমা দেখিয়ে দিলেন তাঁর স্থান কোথায়! বুঝিয়ে দিলেন—রাজ্যের মালিক সে নয়—সে রাজশক্তির একটা ঠাট মাত্র।

সাবিত্রী

সাবিত্রীর কাছেও সেদিন—এই শোষণ-যন্ত্রটা—এই ঠাটই ছিল—সত্য। তাই সাবিত্রী উপদেশ দেবার নামে দ্বিজেশকে বোঝাতে চাইল—দ্বিজেশের মঙ্গলের জন্য গুরুজনের মতকে—এই শোষণ-যন্ত্রকে—মেনে নেওয়াই তার কর্ত্তব্য।

কিন্তু আদর্শ শিক্ষাগুরু নরেনবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত—দ্বিজেশ তা মানবে কেন? অন্যায়, অত্যাচার, অসত্যকে সে মানতে পারে না। অথচ প্রতিকার করবার শক্তিও তো তার নেই। কাজেই সে ফের এল কলকাতায়—নরেনদার কাছে—মানুষ হবার মন্ত্র যিনি তাকে দিয়েছেন।

দাম্ভিকা ক্ষমতা-গর্ব্বিতা রাণীমা দেখলেন—ছেলের বিদ্রোহী ভাবের জন্য দায়ী ঐ মাষ্টারটা—শিক্ষকের পদ হতে নরেনবাবু হলেন বিতাড়িত।

ক্ষমতার দম্ভে দাম্ভিক হয়ে মাও ভুল করল।—ছেলেকে আপন হতে দিলো না।

বিপিন

এদিনে বিধু যদি থাকতো—হয়তো পারতো তার সহজ সরল জীবন দিয়ে দ্বিজেশকে ফেরাতে। দ্বিজেশের বিদ্রোহী, বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে।

কিন্তু বিধু তখন কোথায়? বিধুর দাদা তখন কাজ করে অন্য জমিদারের কাছে। বিধুর মা মারা গিয়েছে।

লম্পট জমিদার—লম্পট তার গোমস্তা। বিধুর যৌবন তাদের কাছে লোভনীয়। পয়সার লোভে দাদাও সাহায্য করে জমিদারকে।

কাজেই বিধু বাধ্য হয়—সে জায়গা ছাড়তে। তাই বিপিনও বাধ্য হয় চাকুরী ছেড়ে বোনের সঙ্গে পথে বেরোতে।

কিন্তু পথে বেরোন সহজ—পথে বেড়ানো সহজ নয়—যদি না সাথে থাকে লোকবল, অর্থবল।

অনাহারে, পথশ্রমে ক্লান্ত, অকারণে অভিশপ্ত এই নিরাশ্রয় দুটী দরিদ্র প্রাণী ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসে পৌছল।

এতবড় অজানা, অচেনা সহরে সকলেই যে নিজের সুখ সুবিধা স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। কে এই ভাগ্যাহতদের দেবে আশ্রয়—কে তাদের করবে রক্ষা!

অনন্যোপায় হয়ে তারা বাধ্য হল—দ্বিজেশের কলকাতার বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে।

বিধু এল—কলকাতার রাজবাড়ীতে। দেখ্‌ল—তার অন্তরের অন্তরতম দে রাজাবাবু—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্য সে বাধ্য হল- বাড়ীতেই থাকতে।

বাইরে যতই আবিল হো'ক, অন্তরে অকৃত্রিম দ্বিজেশ বিধুর পানে চেয়ে সু ফিরে এল।

অশান্ত, অস্থির দ্বিজেশ সুপথে ফিরে এসে তাকালো—বিধুর মুখের দি তার শিক্ষিত মন বল্‌ল—যে নারী পেরেছে তাকে শান্তি দিতে, সান্ত্বনা দিতে, সে ছোটজাতের মেয়ে, তবু. তবু তাকেই সে চায়। রাজদম্ভে উন্মত্ত গর্ব্বিতা সাবিত্রী নয়। আজ যদি এই পল্লীর মেয়েটাকে শিক্ষা দিয়ে সে গড়ে তুলতে পারে— তরুণী সরলা স্নিগ্ধা বিধু শিক্ষার দীপ্তিতে হবে পূর্ণা।

দ্বিজেশ তার মন প্রাণ ঢেলে দিল—বিধুকে শিক্ষিতা করবার জন্যে।

রাজাবাবুর ইচ্ছায় বাধা দেবার সাহস বিধুর হ'ল না। সে লেখাপড়া শিখলে

সুশিক্ষা শুধু ভালোকে—সুন্দরকে—উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট নয়, সে ভালো —সুন্দরকে—চিন্‌তে—বুঝতে—বিচার করতেও চায়।

বিচার করে বুঝতে গিয়েই শিক্ষিতা বিধু দেখলো—সে কি ভুল করেছে।

সে বুঝলো—

—ভুল করে চাওয়া - - - -

সে বুঝলো তার রাজাবাবুকে সুপথে ফিরাতে গিয়ে সে তাকে নিজের দিকেই টেনেছে।

বিধু ভয় পেল। কারণ, জ্ঞানতঃ সে তো তায় চায়নি—সে চেয়েছিল দ্বিজেশ ভাল হয়ে দেশে ফিরে যাক্। রাজপুত্র সে, বৌরাণীর সাথে মিলন হওয়াই তার পক্ষে কল্যাণকর। তাই বুঝি বিধু অনুরোধ করল।—

আকাশের চাঁদ ওগো - - -

বিধু ভয় পায় সে আকুলতার কাছে ধরা দিতে। জানে সে ধরা দিতে যাওয়া ভুল, অন্যায়—তবু!

—তবু বাধ্য হয় ধরা দিতে।

—আর ক্ষুব্ধ হয়—

—ধরা দিয়ে—

পাছে এ ভুল আবার করে বসে সেই ভয়ে রাত্রির আঁধারে লুকিয়ে—দূরে সরে যায়—দ্বিজেশের অজ্ঞাতে।

কিন্তু তার এভাবে চলে যাওয়া কি দ্বিজেশের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর হয়েছিল?

যদি তাই হবে--তবে কেন দ্বিজেশকে দেখা গিয়াছিল—সেই মহল্লায়—যেখানে মাতালের বাহবাধ্বনির সঙ্গে নাচওয়ালী গায়—

চোখের জল আর - - -

নরেনবাবু এসময় কোথায়? দ্বিজেশের উপর তাঁর প্রভাব তো তখনও লো হয়ে যায়নি?

দ্বিজেশ তো আত্মসুখপরায়ণ নিষ্ঠুর নয়—তবে?

তবে কি সে, যে বিধু তার জন্য এভাবে আত্মবিসর্জ্জন করল—তার খোঁ করেনি?

বিধুর সঙ্গে দ্বিজেশের আর কখনও দেখা হয়েছিল কি?

দ্বিজেশ কি আর কখনও দেশে ফিরেছিল—বিপিন রাজাবাবুর পয়সায় ব কালাচাঁদকে নিয়ে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে বাবুগিরি করে বেড়াতে। কাউকে না জানিয়ে বোনের চলে যাওয়ায় তার কি কোন ক্ষতি হয় নি?

দ্বিজেশের মন কেন উদাস হয়ে গিয়েছিল—উদাস মনে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে শুনলো তারই প্রজা এক কুমোর—পুতুল গড়তে গড়তে গাইছে—

সাজে নওলো কিশোর— - - - -

এই গান শুনে কেন দ্বিজেশের রিক্তমন সর্ব্বরিক্ত বৈরাগী হয়ে ভেসে পড়তে গিয়েছিল?

আর সাবিত্রী—সে যে ভালবাসতে জানতো। সে যে কায়মনোবাক্যে ভালও বেসেছিল স্বামীকে। সে কি কখনও দ্বিজেশকে ফিরে পাবার—ফিরিয়ে নেবার চেষ্টাও করেনি ?

সাবিত্রী সে কি বুঝতে পেরেছিল—তার ভুল কোথায় ?—কেন সে কেঁদেছিল স্বামীর ছবি বুকে চেপে ?

নিজের ভুল বুঝতে পারা সহজ ; কিন্তু সেই ভুল শুধরিয়ে চলতে পারা তো তত সহজ নয়।

সাবিত্রী কি বুঝেছিল—রাজবাড়ীর দম্ভ, রাজ-ঐশ্বর্য্য—মিথ্যা ? সত্য তার কাছে স্বামী,—আর স্বামীর ভালবাসা পাওয়া ?

দ্বিজেশ কি ভালবাসতে পেরেছিল—সাবিত্রীকে? স্বামীকে কি চিন্‌তে পেরেছিল সাবিত্রী ?

একদিন এই রাজবাড়ীর ঘাট থেকে একখানা আড়ম্বরহীন ছোট নৌকা নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়াছিল। দূর হতে আসা ভাটিয়ালী সুরের হাওয়া নৌকার পালে লেগে —নৌকাকে ভাঁটায় না টেনে উজানে ঠেলে দিচ্ছিল—

কে যেন গাইছিল—

ও তোর ভাঙ্গা নায়ের ----

সেদিন—সেই দিনের অপরাহ্নে এই নৌকায় যে দৃশ্য ভেসে উঠেছিল—তাই দেখতে পাওয়া যাবে—

—রাজগী ছবির সমাপ্তিতে—

গান

●

২।

বঁধু, এতদিন ছিলে আঁখি জল হ'য়ে
আজ বয়ে আন, অমল হাসি।
আমারে ঘিরিয়া তোমার সুরভি
রচিল কত যে স্বপন রাশি॥
হিয়াতলে বুঝি এই ছিল আশা।
আছিল কামনা ছিল নাহি ভাষা॥
মোর নীরব ভুবন মুখর করিয়া
তাই কি বাজালে বাঁশি।

৩। ওরে বন্ধুরে,
মনের কথা কইবার আগে
আঁখি ঝইরা যায়।
আমার মতন ব্যথা লইয়া
পাষাণ-ও ভাঙ্গিবে হায়॥
আশা দিয়া ঘর বাঁধিনু
সোনার বালুচরে।
তুমি না আইলারে বন্ধু
ঘর যে নিল ঝরে॥
ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে
দুখেরি অনল
(মোর পরাণ জ্বালায়) :
আমার মতন ব্যথা লইয়া
পাষাণ-ও ভাঙ্গিবে হায়॥

৪। ওরে ক্ষ্যাপা মন !
পথের মাঝে ছিল রতন,
তারে ও-তুই নিলি না-রে।
আশা তরু ফল দিল যে
আপন হাতে ভাঙ্গলি তারে॥
ছিল যখন—কাছেই সে জন
সুদূর পানে চাইলি তখন
প্রাণের ঠাকুর ফিরে গেল (ফিরে গেল)
আজ আসে ঐ তুফান
(ও তোর) ভাঙ্গা কুটির দ্বারে।

৫। আকাশের চাঁদ ওগো
রহিও সুদূরে নিতি।
ধরণীর ধূলিকণা
নীরবে মাগিবে প্রীতি॥
সে যে ভালো ওগো প্রিয়।
দূর হতে দেখা দিও॥
ভয় মোর কাছে এলে
ভুলে যাই কথা গীতি।

৬। ভুল করে চাওয়া ভুল করে পাওয়া
জীবনে বিফল হয়।
ঊষর মরুতে মেঘের স্বপন।
কতদিন জেগে রয়,

৭। চোখের জল আর ফেল্‌বি কেন ?
সবাই যখন হাসে।
এবার যে তুই গাঁথবি মালা
ঝরা-ফুল রাশে ॥

৮। সাজে নওল কিশোর
চাঁদের তিলকে
তার বনফুল মালা দোলে।
সে যে বংশীওয়ালা
মোহিত ভুবন
তার মোহন মুরলি বোলে
মোর আনন্দ সে যে
নন্দ দুলাল
(মোর) নন্দদুলাল।
রহে কদম্ব-মূলে যমুনার কুলে
বাঁশিতে উজান তোলে।
নিধু বনে সখা লয়ে'
খেলে হরি শিশু হয়ে
অধরে মধুর হাসি জাগে।
যেথা চলে শ্যামরায়
ফুল জাগে পায় পায়
ধূলিকণা পদ-ছায়া মাগে ॥
যবে আমার জীবনে আসি।
(প্রভু) ডাকিবে বাজায়ে বাঁশি ॥
যেন আজ নয়ন জাগে।
প্রেমের মলয় রাগে ॥
হৃদয় দুয়ার যেন খোলে ॥

৯। ও তোর—
ভাঙ্গা নায়ের পালে লাগে উজানো বাতাস।
বাতাস এ যে নয়রে কভু (ও কার) দীরঘ নিশ্বাস ॥
কে যেন তোর বিদায় নিল।
স্মৃতির অনল জ্বেলে দিল ॥
সে অনল নিভাতে বন্ধু আরো যে জ্বালায়।

রাজগী

— পর্দ্দার অন্তরালে —

কাহিনী :
ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত
চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা :
সুকুমার দাশগুপ্ত
চিত্ত বসু ও মণি দত্ত
শব্দযন্ত্রী :
মধু শীল
বিমল চাকলাদার।
আলোক-চিত্র শিল্পী :
ননী সান্যাল
শ্যাম মুখার্জ্জি ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী
সঙ্গীত-পরিচালক :
ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জি
সুর-শিল্পী :
কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ
গীতিকার :
অজয় ভট্টাচার্য্য
ব্যবস্থাপক :
সত্য মুখার্জ্জি
বঙ্কিম রায়

শিল্প-নির্দ্দেশক :
পরেশ বসু
ধারা-রক্ষী :
ললিত মুখার্জ্জি
রসায়নাগারাধ্যক্ষ :
কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
ননী চ্যাটার্জ্জি, গোপাল গাঙ্গুলী,
শৈলেন ঘোষাল, সুশীল গাঙ্গুলী,
ধীরেন দাস, জীবন ব্যানার্জ্জি।
আলোক সম্পাতকারী :
সুরেন চ্যাটার্জ্জি
হেমন্ত বসু
স্থির-চিত্র শিল্পী :
সুবোধ দত্ত
রূপ-শিল্পী :
পঞ্চানন দাস
কর্ণ চক্রবর্ত্তী

রাজগী

— পর্দ্দার উপরে —

বিধু - - - - -	মেনকা
দ্বিজেশ - - -	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
ছোট দ্বিজেশ -	শান্তি মুখার্জ্জি
দেওয়ানজী - -	শৈলেন চৌধুরী
সাবিত্রী - - -	অরুণা
নরেন - - - - -	মণি বর্ম্মণ
রাণীমা - - -	দেববালা
বিপিন - - -	সত্য মুখার্জ্জি
পার্ব্বতী - - .	রাজলক্ষ্মী
নন্দ - - - - -	হেম সেন
সুধন্যা - -	ভবানী দাস
অনিল - - -	কালী মুখার্জ্জি
রামযদু - - -	কানু বন্দ্যোঃ (এ)
গোবিন্দ - - -	গগন চ্যাটার্জ্জি
কালাচাঁদ - -	নবদ্বীপ হালদার
দিগম্বর - - -	ললিত মিত্র
মোক্ষদা - - -	দেবিকা

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

বি, নান (এড্‌ভারটাইজিং কন্‌সালট্যাণ্ট)

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩২৩৪

এজেণ্ট—
শ্লাইড্‌ এড্‌ভারটাইজিং
স্থানীয় এবং মফঃস্বল
সিনেমা

বিশেষজ্ঞ—
সিনেমা ও এড্‌ভারটাইজিং শ্ল
ও
উচ্চশ্রেণীর ডিজাইন প্রস্তু
প্রণালীতে

এবং

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্যে আমাদের দক্ষতা পরীক্ষিত

নূতন বছরের ক্যালেণ্ডার ছাপাইবার জন্য

নানা রকমের মুগ্ধকর ছবি ও ডেটশ্লিপ্‌ আমরা সঞ্চিত রাখিয়

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এই দুর্দ্দিনের বাজারে

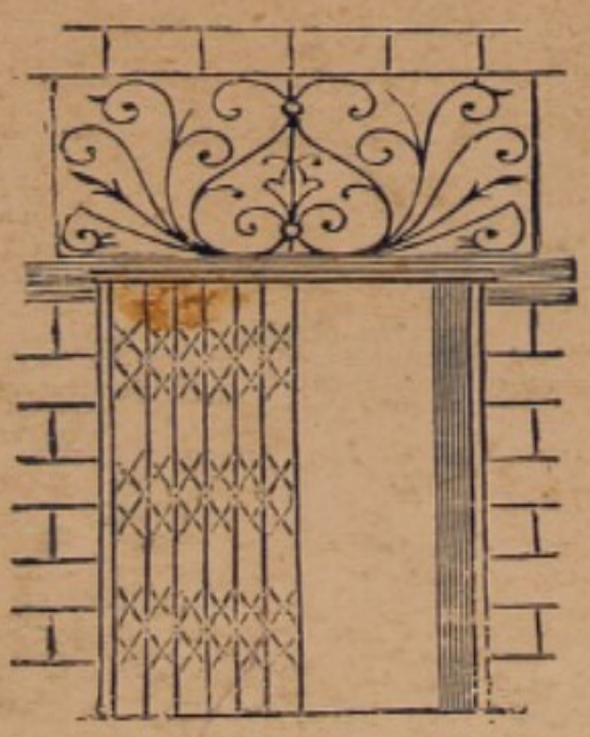

যদি চোর ও বদমায়সের হাত হইতে দৌলত রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে একম লোহার কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটই (Steel Collapsible Gate) রক্ষা করিতে পারে—যাহা কা দরে পাওয়া যায়।

আবেদন করুন—

বি, নান

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৩২৩৪।